সমকাল

তারিখ 09 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে ২৩ হাজার শিক্ষার্থী

■ এমএ খান মিঠু, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জে ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ ৬০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ক্লাস করছে প্রায় ২৩ হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থী। এ কারণে আতঙ্কে রয়েছেন শিক্ষক-অভিভাবকরাও।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলায় মোট ৪২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে ৫টি উপজেলায় ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ১৭টি ও জরাজীর্ণ হিসেবে ৪৭টি বিদ্যালয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৫ এপ্রিল ভূমিকম্পে সদর উপজেলার ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই ৫টি বিদ্যালয় ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে– শহরের নগর খানপুরের ৪৪/৪৫ এলকে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৮/৪৯ তল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৮/২৯ নারায়ণগঞ্জ আদর্শ বিদ্যালয়, ৯৫ নম্বর আদমজী বিদ্যালয়, ২৬/২৭ লক্ষীনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরমধ্যে নগর খানপুরের ৪৪/৪৫ এলকে বালক/বালিকার শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে হচ্ছে পার্শ্ববর্তী মন্দিরে। প্রতিকূল পরিবেশ কিংবা মন্দিরে কোনো অনুষ্ঠান থাকলে সেদিন আর ক্লাস হয় না।

বন্দর উপজেলার জহরপুর, লাউসার, মালিবাগ, রামনগর, কুশিয়ারা ভদ্রাসন, পশ্চিম বন্দর– এই ৬টি বিদ্যালয়ের ভবন রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণের তালিকায়। এ ছাড়া ফনকুল, কেওঢালা, মোল্লাবাড়ি, বন্দর কাজীবাড়ি, বিবিজোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন রয়েছে জরাজীর্ণ অবস্থায়। সোনারগাঁ উপজেলার তাতুয়াকান্দি, রামগোবিন্দেরগাঁও, চেঙ্গাকান্দি, সাদিপুর, টেকপাড়া, মঙ্গলেরগাঁও, বিষ্ণাদী, লক্ষীবরদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন সেমিপাকা। শাহচিল্লাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদে ফাটল রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে জরাজীর্ণ ৬০ প্রাথমিক বিদ্যালয়

আড়াইহাজার উপজেলার ৩৫ নম্বর বাড়ৈপাড়া ও ৭৮ নম্বর মোহনপুর বিদ্যালয়ে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান চলছে। এ ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণের তালিকায় রয়েছে শ্রীনিবাসদী ও জাঙ্গালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন। জরাজীর্ণের তালিকায় রয়েছে কলাগাছিয়া, কড়ইতলা, জালাকান্দি, উলুকান্দি, নারান্দী, দাসিরদিয়া, মাতাইন, দুপ্তারা আদর্শ, রাইনাদী আতাদী, মনোহরদী, উৎরাপুর, মুকুন্দী গাজিপুরা, সুলতানসাদী ও ছোটসাদারদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ভবন।

রূপগঞ্জের পূর্ব দাউদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোনো ভবন নেই। ঝুঁকিপূর্ণের তালিকায় রয়েছে ধামছি, ছনিবাড়ীয়ারটেক, দক্ষিণবাগ, গুতিয়াব, পিতলগঞ্জ ব্রাহ্মণখালী, পিতলগঞ্জ, দক্ষিণপাড়া, পলখান, গোলাকান্দাইল, পাড়াগাঁও, করাটিয়া পুবেরগাঁও, পাইস্কা বাসুন্দা, নোয়াগাঁও দিঘলীয়া, পূর্বগাঁও, পশ্চিমগাঁও, পশ্চিমগাঁও উত্তর, পশ্চিমগাঁও দক্ষিণ, রোহিলা, বইলদা, ডহরগাঁও, চারিতালুক, বিরাব, গুতুলিয়া ও তারৈল বিরাব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দা মাহফুজা বেগম বলেন, ৫টি উপজেলার জরাজীর্ণ ভবনগুলোর তালিকা তৈরি করে সেই তালিকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। আশা করছি শিগগিরই বিদ্যালয়গুলোর সমস্যার সমাধান হবে। কিছুদিন আগে অনেক প্রচেষ্টার পর নগর খানপুরের ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ের টিনশেড কক্ষ নির্মাণের জন্য ফান্ড এসেছিল।